ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৩৩ ● কলকাতা ● ২০ মাঘ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বাগদেবীর পুজোতেও আমরা-ওরা! পুলিশি ঘেরাটোপে যোগেশচন্দ্র কলেজে শুরু হল সরস্বতী বন্দনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

হাইকোর্টের নির্দেশে কড়া পুলিশি ঘেরাটোপে পুজো শুরু হল যোগেশচন্দ্র

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী **3 রা ফেব্রুয়ারী, 2025 "সরস্বতী পুজা"** উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই 4ঠা ফেব্রুয়ারী, 2025 আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী **ই ফেব্রুয়ারী, 2025** তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

মমতার মতে 'ভয়াবহ' বাজেট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাজেটে মধ্যবিত্তের সুরাহার বন্দোবস্ত হয়েছে বলে দাবি করে নরেন্দ্র মোদীর সরকার এবং বিজেপি যখন উচ্ছ্বসিত, সেই বাজেটকে 'ভয়াবহ' আখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাবে 'গভীর ষড়যন্ত্র'ই দেখছে। বিহার বাদে কোনও রাজ্যের জন্যই কোনও বাজেটে কিছু সংস্থান নেই যে বলে যে অভিযোগ তৃণমূল এবং অন্যান্য বিরোধী দল তুলছে, তার পাল্টা সরব হয়েছে বিজেপিও।কেন্দ্রের বাজেটে দেশের মানুষের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে বলেছে সিপিএমের পলিটব্যুরো। সেই সুরেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কলকাতায় বলেছেন, ''বাজেটে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়নি। দিল্লির ভোটের জন্য মধ্যবিত্তদের খুশি করার চেষ্টা হয়েছে। আর বিহারে নির্বাচন

এরপর ৩ পাতায়

গুলি করলে পাল্টা গুলি তো খেতেই হবে', জ্বলন্ত নৈহাটিতে গিয়ে গর্জে উঠলেন সুকান্ত

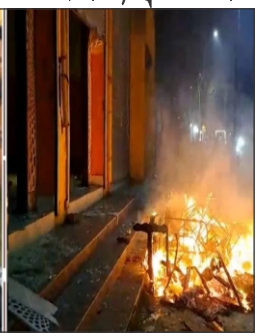

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূল কর্মী খুনের পর অশান্তি যেন থামছেই না নৈহাটিতে। নতুন করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল বেশ কিছু বাড়িতে। বিজেপির অভিযোগ, বেছে বেছে তাঁদের টার্গেট করা হচ্ছে। তাঁদের কর্মী, পার্টি অফিসে আগুন লাগাচ্ছে তৃণমূলের পোষা গুন্ডারা। উত্তেজনার আবহেই এদিন নৈহাটিতে যান বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

এদিকে তৃণমূল কর্মী খুন নিয়ে যখন রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে নৈহাটি ঠিক সেই আবহে শনিবার বদলে গেল ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার। অলোক রাজোরিয়াকে সরানো হয় পুলিশ কমিশনার পদ থেকে। বিজেপির দাবি, 'সত্যি' বলার মাশুল দিতে হয়েছে তাঁকে। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলছেন, "গুন্ডাদের লড়াই এটা। তৃণমূলের একটা গুন্ডাকে আর একটা গুন্ডা মেরেছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি তৈরি করা হচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমরা সত্যি কথা বলেছি। আমরা বলেছি গুলি চলেনি। সিপিও সত্যি বলেছে। তার জন্য তাঁকে চলে যেতে হল।"পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর দাবি, ২০ থেকে ২৫টা বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে, অনেক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি বলেন, "মমতার পুলিশ একবারও আসেনি। সুকান্ত মজুমদার এসেছে বলে পুলিশ এসেছে। কিন্তু, তদন্ত করতে একবারও আসেনি। ভাড়া করা লোক দিয়ে এই কাজ হয়েছে। ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে বিজেপির কার্যালয়ে ভাঙচুর চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে এলাকাটা দখল করতে।"

সুকান্তর সাফ দাবি, রেষারেষির ফল এটা। তাঁর কথায়, "যে খুন হয়েছে সে একুশ সালে গুলি চালিয়েছিল। আপনি আমার উপর গুলি চালালে আজ না হয় কাল তো আপনাকে গুলি খেতেই হবে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবেই।"

পুলিশের সামনেই বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে হামলা? অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দুর্গাপুর: বিজেপির মহিলা নেত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টির অভিযোগ। সেই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা দুর্গাপুরের বিধাননগর স্টেট ডেয়ারি এলাকায়। অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই, ভিত্তিহীন অভিযোগ। পাল্টা দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের।ঘটনা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘড়ুই। তিনি বলেন, "যদি পুলিশ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে প্রয়োজনে বিজেপি কর্মীরা বিধাননগর ফাঁড়ির সামনে গিয়ে বসে পড়বে।" যদিও এইসব অভিযোগ মানতে চাননি স্থানীয়

এরপর ৪ পাতায়

আধাসেনায় নিয়োগকাণ্ডে ধৃত মূল চক্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আধাসেনা বাহিনীতে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় অন্যতম মূল চক্রীকে গ্রেফতার করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। ধৃতের নাম মহেশকুমার চৌধুরী। তিনি এক কেন্দ্রীয় বাহিনীতে সেপাই পদে কর্মরত ছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার কাঁকিনাড়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং স্টোর ডিপোয় কর্মরত অভিযুক্ত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সন্দেহ, মহেশই এই চক্রের মাথা।২০২১ এবং ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনীতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয় স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এসএসসি)। অভিযোগ, ওই দু'বছরের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনেক প্রার্থী ভুয়ো ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ব্যবহার করেছেন। তাঁরা এ রাজ্যের বাসিন্দা না হয়েও তা হওয়ার দাবি করেছেন। তার সপক্ষে শংসাপত্রও দাখিল করেছেন। ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল করা ওই প্রার্থীদেরও প্যানেলে জায়গা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই মামলার তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই।চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ভুয়ো ডোমিসাইল সার্টিফিকেট (স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র) বানিয়ে দেওয়ার চক্রকে তিনিই পরিচালনা করতেন বলে অভিযোগ।

সিএপিএফ-এর কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। অভিযোগ, ২০২১ এবং ২০২২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রার্থীদের ভুয়ো ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হয়েছে। হাই কোর্টের নির্দেশ মতো তদন্ত চালাতে থাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দু'জন চিহ্নিত অভিযুক্ত-সহ অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে সিবিআই। চিহ্নিত দুই অভিযুক্তের মধ্যে অন্যতম মহেশ। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, মহেশ সরাসরি কিংবা দালাল মারফত চাকরিপ্রার্থীদের থেকে মোটা অঙ্কের টাকাও নিয়েছিলেন। শনিবার অভিযুক্তকে আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিচারক অভিযুক্তের পাঁচ দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতকে জেরা করে এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা।

(১ম পাতার পর)

মমতার মতে 'ভয়াবহ' বাজেট

রয়েছে বলে সে রাজ্যের ঘোষণা। এটা দেশের বাজেট নয়।'' দলের যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বেকার ও কর্মসংস্থানের সমস্যাকে বাজেটে উপেক্ষা করা হয়েছে। রেলের যাত্রী নিরাপত্তার প্রশ্নকে এড়ানো, বিমা ক্ষেত্রে নতুন কোনও প্রযুক্তি আনার সম্ভাবনা নেই অথচ সেখানে বিদেশি বিনিয়োগ ১০০%, একশো দিনের কাজ বা কৃষিক্ষেত্রকে উপেক্ষা— এ সব প্রশ্ন তুলে বাজেটের সমালোচনায় সরব হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, এসইউসি, সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন-সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলই। আর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, ''মধ্যবিত্তকে আয়করে ছাড় দেওয়ার বিরোধিতা কেউ করছি না। কিন্তু আয়কর বিলে কী থাকে, সেটা দেখতে হবে। আর এই একটা ওষুধে সব সমস্যার সমাধান তো হবে না। আয়করের আওতার বাইরে যে বিপুলসংখ্যক মানুষ আছেন, তাঁদের খরচ করার মতো অর্থের সংস্থান কী ভাবে আসবে, তার দিশা বাজেটে নেই।''নির্মলা সীতারামনের বাজেট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতার বক্তব্য, 'জিরের উপরে জিএসটি, অথচ হিরের উপরে নেই! এটা কী ধরনের বাজেট? রাজ্য তো কিছুই পেল না। সাধারণ মানুষই বা কী পেলেন?'' তাঁর কথায়, ''এই বাজেট ভয়াবহ!'' রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র তাঁদের আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলেছেন, ''এই বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।'' ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনও উদ্যোগ নেই বলেও দাবি করেছেন তিনি। এই বাজেটেও রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ধারাবাহিকতাই দেখেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়করে ছাড়ের সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে বিজেপি প্রচারে নেমে গেলেও কেন্দ্রীয় বাজেটে বিপর্যয় নেমে আসবে বলেই মনে করছে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনের বাজেট বক্তৃতার পরেই শনিবার রাজ্যের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত বলেছেন, ''বিশেষজ্ঞেরা এই বাজেটে গভীর ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস দেখছেন।'' তাঁর মতে, এই বাজেটে মহিলা, যুব ও কৃষকের জন্য কোনও সুখবর নেই। এই মুহূর্তে দেশে বেকারত্বের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''কর্মসংস্থানের জন্য কোনও পরিকল্পনাই নেই কেন্দ্রীয় বাজেটে।''

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বরাদ্দে কাটছাঁটের সমালোচনা করে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, ''অবিশ্বাস্য হলেও তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের কল্যাণে তিন শতাংশ অর্থ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক পরিষেবা ও জনকল্যাণে পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ কম করা হয়েছে। খাদ্যের ভর্তুকিতেও কেন্দ্রীয় সরকার এক শতাংশ বরাদ্দ কমিয়েছে।'' আয়করে ছাড়ের প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, ''দেশে মাত্র ৮ কোটি মানুষ আয়করের আওতায় পড়েন। এই ছাড়ে তাঁরা যে সুবিধা পাবেন, তা মুদ্রাস্ফীতিই খেয়ে নেবে!'' অমিতের কথায়, ''বিমা ক্ষেত্রে ১০০% প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মানে কী? এর ফলে এলআইসি-সহ অন্য সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, এমনকি, দেশের বেসরকারি সংস্থাগুলিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাবে।''

অভিষেকও এই বাজেটকে ভোটমুখী রাজ্যের জন্য বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ করে অভিষেক বলেছেন, 'আগের বার অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের জন্য ভাবা হয়েছিল। অন্ধ্রে ভোট মিটে গিয়েছে। সামনে বিহারের নির্বাচন। সেই কারণেই বিহারকে এই উপহার।' তবে আয়কর ছাড় প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি অভিষেক। বাজেট পুরোপুরি পড়ার পরে এ বিষয়ে যা বলার বলবেন বলেই জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রের শাসক দলকে আক্রমণ করে অভিষেকের আরও বক্তব্য, ''যখন বাংলা থেকে ১৮ জন বিজেপি সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখনও বাংলা কিছুই পায়নি। এখনও বাংলার ১২ জন বিজেপি সাংসদ রয়েছেন। কিন্তু তা-ও বাংলা কিছুই পেল না!''

পশ্চিমবঙ্গেও 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের পক্ষে সওয়াল করে তৃণমূলের বাজেট-তোপ প্রসঙ্গে অবশ্য পাল্টা সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মন্তব্য, 'তৃণমূলকে বলব, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কটা ঠিক করুন। তৃণমূলকে বলব, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা চালু করুন, কেন্দ্রে আবাস যোজনার ঠিক তালিকা পাঠান। পিএম কিসানের জন্য কেন ৩১ লক্ষ চাষির নাম পাঠানো হয়নি? বিশ্বকর্মা যোজনার জন্য কেন ৬ লক্ষ হস্তশিল্পীর আবেদনপত্র পড়ে আছে? একলব্য স্কুলের জন্য জমি কেন দেওয়া হচ্ছে না? উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি কম করুন।''

(১ম পাতার পর)

বাগদেবীর পুজোতেও আমরা-ওরা! পুলিশি ঘেরাটোপে যোগেশচন্দ্র কলেজে শুরু হল সরস্বতী বন্দনা

কলেজে। এমনকী নিরাপত্তার নজরদারিতে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনা।

এক সময় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজের ছাত্রী ছিলেন। সেই যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজেই সরস্বতীপুজোর প্রস্তুতিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও ওঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতা এবং তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। এবিষয়ে মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। ওই মামলাতেই পুলিশি ঘেরাটোপে সরস্বতী পুজোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

তবে আদালতের নির্দেশে পুজো শুরু হলেও সেখানে সামনে এসেছে আমরা-ওরার ছবিটা। ল বিভাগের পুজো হচ্ছে কলেজের ভেতরে। আর ডে বিভাগের পুজো হচছে কলেজের পাশের গলিতে। কেন কলেজের পরিবর্তে বাইরে পুজো তার ব্যাখ্যায় একটি ফ্লেক্সও টাঙানো হয়েছে। সেখানে পুজো প্রসঙ্গে আমরা-ওরার বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

আদালতের নির্দেশে এদিন সকাল থেকেই কলেজ চত্বরে রয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশকর্মী। আইকার্ড দেখে তবেই পড়ুয়াদের কলেজে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। আদালতের নির্দেশে গোটা পুজোর ভিডিওগ্রাফি করছে কলেজ কর্তৃপক্ষও।

এদিকে যোগেশচন্দ্র কলেজ নিয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে কলেজে যাওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর।

সম্পাদকীয়

আর জি কর দুর্নীতি মামলার ১০০% নথি নিয়ে, আদালতে হাজির সিবিআই

গত বছরের আগস্ট মাসে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে উঠেছিল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। এই মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল সন্দীপ ঘোষ। কিন্তু এই মামলায় সময় মতো নথিপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে সিবিআই।তারপর সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারিক মণীশ উপাধ্যায়কে বিচারক সরাসরি বলেন, 'হাইকোর্ট জানতে পারলো, কিন্তু ট্রায়াল কোর্ট জানলো না? ট্রায়াল কোর্টকে বাইপাস করে হাইকোর্টে যাচ্ছেন?' এর পরেই সিবিআইকে শোকজ করে আগামী সাত দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

শুক্রবার এই মামলায় সিবিআইকে আরও একবার ভর্ৎসনা করে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। আদালত নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন ১০০ শতাংশ নথি জমা দিতে ব্যর্থ হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা? এদিন সেই প্রশ্ন করেন বিচারক। যদিও সিবিআইয়ের তরফে সাফাই দিয়ে জানানো হয়, জেরক্স করাতে সময় লাগছে তাই আদালতে নথিপত্র জমা দিতে পারছেন না তদন্তকারীরা।

যার ফলে বিগত কয়েকদিনে একাধিকবার আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারেরা। অবশেষে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের ধমকেই কাজ দিল ওষুধের মতো।আদালতে ব্যাপক ভর্ৎসনা শোনার পর অবশেষে আজ শনিবার আদালতে ১০০ শতাংশ নথিপত্র জমা দিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এদিন শুনানির শুরুতেই সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে জানান তদন্তকারীরা চার্জশিট সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র নিয়ে এসেছেন। পেনড্রাইভ কিংবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অভিযুক্তদের সমস্ত নথি দিতে পারবে সিবিআই। এরপর বিচারক অভিযুক্তপক্ষের আইনজীবীদের কাছে প্রশ্ন করেন তারা পেনড্রাইভে সেই তথ্য নিতে পারবেন কিনা? এরপর অভিযুক্তপক্ষের আইনজীবী পাল্টা জানতে চান, সিবিআই ১০০ শতাংশ নথিপত্র দিতে পারবে কিনা। বিচারক জানান তিনি মেলে নথিপত্র নিতে পারেন।আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় চার্জ গঠন প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি নিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী। শনিবার আদালতে মামলা চলাকালীন সেই প্রসঙ্গ তোলেন বিচারক। আইনজীবীকে সরাসরি তিনি প্রশ্ন করেন গতকাল আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতকে না জানিয়ে তিনি কেন কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন? জবাবে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের আইনজীবী সাফ জানান তিনি হাইকোর্টে যাননি। অন্য আইনজীবী গিয়েছিলেন।উল্লেখ্য এর আগে বৃহস্পতিবার এই মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিককে শোকজ করে করেছিল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। অভিযোগ ওঠে রাজ্যের তরফে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের অনুমতি মিললেও তা আলিপুর আদালতকে না জানিয়েই হাইকোর্টে যায় সিবিআই। এই মামলার শুনানিতে সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী সিবিআই-এর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেন। তিনি জানান গত ২৭ জানুয়ারি রাজ্যের তরফ থেকে চার্জ গঠনের অনুমতি মিললেও তারপর তিনদিন কেটে গিয়েছে। অথচ তার পরেও আদালতে কিছুই জানানো হয়নি। একথা শুনেই বিরক্ত হন বিচারক।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাতাশতম পর্ব)

ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তার নির্মাণ শেষ হল।

দুর্গের বিপরীতে কলকাতার ইংরেজদের জন্য তৈরী হল সেন্ট অ্যান'স চার্চ ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে। তার আগেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়ানরা আর্মেনিয়ান চার্চ নির্মাণ করে ফেলেছে।

ইংরেজরা বিশাল বিশাল অট্টালিকা, গির্জা ইত্যাদি নির্মাণ করে কয়েকটি ক্ষুদ্রগ্রামকে শহরে পরিণত করছে। কিন্তু কালীঘাট মন্দির সে সময় বিখ্যাত হলেও তার পুরনো জীর্ণ অবস্থার তখনও সংস্কার হয় নি।

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

পুলিশের সামনেই বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে হামলা? অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের

তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। সেজন্য এসব নাটক করছে।" ঘটনায় দু'পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ, স্রেফ বিজেপি করার অপরাধে সক্রিয় এক বিজেপি নেত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হল এলোপাথারি ঢিল।আর সবটাই পুলিশের সামনে হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি নেত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার ভিডিও ভাইরাল। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।

অভিযোগ, গত শুক্রবার এলাকারই একটি দোকানে জিনিস কিনতে যান দুর্গাপুরের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি নেত্রী ঝুমা চক্রবর্তী। সেখানে জিনিস কেনা ঘিরে শুরু হয় বচসা। যার রেশ এসে পড়ে গতকাল শনিবার।

এরাই হামলা চালান বলে অভিযোগ।

বিজেপি নেত্রীর অভিযোগ, বেশ কয়েকজন বাড়ির সামনে এসে এলোপাথাড়ি ঢিল মারতে থাকেন। স্বামী, ছেলে, বাড়ির পোষ্য সারমেয়কে মেরে ফেলার হুমকি দেন। স্থানীয় বিধাননগর ফাঁড়িতে ফোন করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশের সামনেও অনবরত সেই হামলা চলতে থাকে বলে অভিযোগ। ঝুমা চক্রবর্তীর দাবি, ২০২১ সালের পর থেকেই তাঁদের তৃণমূল করার জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু ওই পরিবার সেই প্রস্তাবে রাজি নয়। এমনকী স্রেফ বিজেপি করার অপরাধে সামাজিকভাবে তাঁদের বয়কট করাও হচ্ছে।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শেষে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুজনেই শিবকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেন। শিবের লিঙ্গপূজা প্রচলনের গল্প আছে 'কূর্মপুরাণ'-এ। দেবদারু বনে তপস্যারত মুনিঋষিরা ছদ্মবেশী শিব আর বিষ্ণুকে চিনতে পারেননি, নানা ঘটনার পর প্রকৃত রূপ দেখে তাঁর বন্দনা করেন এবং লিঙ্গপূজা প্রচলিত হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুলিশি নজরদারিতে সরস্বতী পুজো! খবর পেয়ে মেজাজ হারালেন মমতা, ব্রাত্যর কাছে রিপোর্ট তলব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

যোগেশচন্দ্র কলেজের সরস্বতী পুজো করতে হবে পুলিশের তত্ত্বাবধানে। সম্প্রতি এমনই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পদ-মর্যাদার কোনো আধিকারিকের উপস্থিতিতে এবছর যোগেশচন্দ্র কলেজে হবে সরস্বতী পুজো। কিন্তু তারপরেও এখনও যোগেশচন্দ্র ডে কলেজ এবং ল কলেজের মধ্যে রয়েছে একটা চাপা দ্বন্দ।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেখান থেকেই তিনি জানান মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে জানতে চেয়েছেন। তিনি প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলেছেন। এছাড়াও পুজোর দিন কলেজের উপস্থিতি থাকার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকেও তিনি এই বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন বলে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত শুক্রবার মামলা চলাকালীন পুজোয় যাতে কোন রকম বাধা বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করারও নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন জাস্টিস সেনগুপ্ত।এবার এই খবর খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে পৌঁছাতেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি।সূত্রের খবর, ঠিক কি ঘটেছে? সরস্বতী পুজো নিয়ে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন এত জটিলতা? শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছ থেকে সেই সমস্ত রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । একথা নিজেই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন রবিবার যোগেশচন্দ্র কলেজের সরস্বতী পুজোতে তিনিও যাবেন এবং পুজোয় অংশ নেবেন।

যোগেশচন্দ্র কলেজে বহিরাগতদের আগমন নিয়েই তৈরি হয়েছিল অশান্তি। কলেজের ভিতর বহিরাগতরা ঢুকে নানান উপদ্রব শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন এক ছাত্রী। কোনভাবেই তাদের প্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে দাবি করেছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই নিয়েই তৈরি হয় জটিলতা। প্রত্যেক বছর যোগেশচন্দ্র ডে কলেজ এবং যোগেশচন্দ্র ল কলেজের পড়ুয়ারা দুটো আলাদা জায়গায় পৃথকভাবে সরস্বতী পুজো করে থাকেন। কিন্তু এই বছর পুরনো ভবন থেকে নতুন ভবনে যাওয়ার রাস্তায় এমনভাবে একটি প্যান্ডেল বানানো হয়েছে যার ফলে ল কলেজের পড়ুয়ারা ক্লাসে যেতে পারছেন না বলেই অভিযোগ করা হয়।সম্প্রতি ওই পুজোয় বহিরাগতরা বাধা দিচ্ছে বলেই অভিযোগ ওঠে। এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলা করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলার শুনানিতে শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশের নজরদারিতে সরস্বতী পুজো করতে হবে। গতকাল শনিবার সল্টলেকের জাতীয় স্তরের জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে হাজির ছিলেন ব্রাত্য বসু।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সুশাসনের লক্ষ্যে ২০২৫-২৬-এরকেন্দ্রীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় একগুচ্ছ সংস্কারের প্রস্তাব

নতুন দিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন আজ সংসদে ২০২৫-২৬ সালের সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন। দেশের নাগরিকদের কল্যাণ এবং অর্থনীতির জন্য সুশাসন অর্জনের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় একগুচ্ছ সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ করের প্রস্তাবের উদ্দেশ্যগুলি হল –

• মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বিশেষ নজর দিয়ে ব্যক্তিগত আয়করে সংস্কার – নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর (অর্থাৎ মূলধনী লাভের মতো বিশেষ আয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে গড়ে মাসিক ১ লক্ষ টাকা আয়) কোন কর দিতে হবে না।বেতনভোগীরা ৭৫,০০০ টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান পাওয়ায় তাঁদের ক্ষেত্রে বার্ষিক এই ঊর্ধ্বসীমা গিয়ে দাঁড়াবে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায়।

• টিডিএস/ টিসিএস ব্যবস্থার সরলীকরণ – প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে সুদের উপর টিডিএস –এ কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বর্তমানের ৫০,০০০ টাকা থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ১,০০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। একইভাবে, ভাড়ার উপর টিডিএস-এ কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বার্ষিক ২,৪০,০০০ থেকে বাড়িয়ে ৬,০০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে। এরফলে টিডিএস-এর আওতায় আসা লেনদেনের সংখ্যা কমবে, যেসব ক্ষুদ্র করদাতা সামান্য টাকা পান, তাঁরা উপকৃত হবেন। প্যান নেই, এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র বেশি হারে টিডিএস কাটার সংস্থান প্রযোজ্য হবে। এছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লিবারালাইজড রেমিট্যান্স স্কিমের (এল আর এস) আওতায় কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ৭ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। স্টেটমেন্ট

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

সুশাসনের লক্ষ্যে ২০২৫-২৬-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় একগুচ্ছ সংস্কারের প্রস্তাব

ফাইলের দিন পর্যন্ত টিসিএস প্রদানে দেরী হলে তা ফৌজদারি অপরাধের আওতামুক্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে এবারের বাজেটে।

• স্বেচ্ছায় বিধি পালনকে উৎসাহদান – যেকোন নির্ধারণ বছরের জন্য আপডেট করা রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বর্তমানের দু বছর থেকে বাড়িয়ে চার বছর করা হয়েছে। ক্রিপ্টো-সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেন নির্দিষ্ট বিবরণীতে দাখিল বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পত্তির সংজ্ঞা নিরুপণের কথাও বলা হয়েছে।

• বিধি পালনের বোঝা কমানো – ছোট দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিধি পালনের বোঝা কমাতে তাদের নথিভুক্তির সময়সীমা ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া, বিনা শর্তে নিজের ব্যবহারের দুটি বাড়ির বার্ষিক মূল্য শূন্য হিসাবে দাবি করার সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে এবারের বাজেটে। ৫০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের কোন দ্রব্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন টিসিএস ধার্য না করার প্রস্তাবও রেখেছেন অর্থমন্ত্রী।

• সহজে ব্যবসার পরিবেশ : বিশ্বমানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ট্রান্সফার প্রাইসিং-এর প্রক্রিয়া সংগঠিত করতে এবং বার্ষিক পরীক্ষার হাত থেকে অব্যাহতি দিতে আন্তর্জাতিক লেনদেনে তিন বছরের ব্লক পিরিয়ডের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা কমাতে এবং আন্তর্জাতিক করের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা আনতে নিরাপদ বন্দরের বিধিনিয়মের পরিধি আরও প্রসারিত করা হয়েছে। অনাবাসীদের সিকিউরিটি সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী লাভের উপর করের হারে সামঞ্জস্য আনার প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে।সার্বিক ঊর্ধ্বসীমার সাপেক্ষে ২০২৪ সালের ২৯ আগস্টের পরে জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প থেকে টাকা তোলাকে করের আওতামুক্ত করা এবং এন পি এস বাৎসল্য অ্যাকাউন্টেও একইরকম সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব বাজেটে আছে।

• কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ :

ক) বৈদ্যুতিন উৎপাদন প্রকল্পে কর নিশ্চয়তা : বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন বা পরিচালনায় নিয়োজিত আবাসিক কোম্পানীতে অনাবাসীরা পরিষেবা দিলে তাঁদের জন্য সম্ভাব্য করের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে। এছাড়া নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্রে উপাদান মজুতের ক্ষেত্রে অনাবাসীদের কর নিশ্চয়তা প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে।

খ) অন্তর্দেশীয় জলযানের জন্য টন ভিত্তিক কর প্রকল্প : বর্তমানের টন ভিত্তিক কর প্রকল্পের সুবিধা ভারতীয় জনযান আইন ২০২১-এর আওতায় নথিভুক্ত সব অন্তর্দেশীয় জলযান যাতে পায়, তা সুনিশ্চিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে। এতে অভ্যন্তরীণ জলপথের প্রসার ঘটবে।

গ) স্টার্টআপগুলি গড়ে তোলার মেয়াদ বৃদ্ধি : ভারতীয় স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের সহায়তায় এগুলি গড়ে তোলার মেয়াদ বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে। এতে ০১.০৪.২০৩০-এর আগে যেসব স্টার্টআপ গড়ে উঠবে সেগুলি সুবিধা পাবে।

ঘ) আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র : আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় ও উপযোগী করে তুলতে বাজেটে বিশ্বস্তরীয় কোম্পানিগুলির জাহাজ লিজ নেওয়া সংস্থা, বীমা কার্যালয় এবং আর্থিক কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য বিশেষ সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর জন্য শেষ তারিখ ৫ বছর বাড়িয়ে ৩১.০৩.২০৩০ করা হয়েছে।

ঙ) বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল : প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এবং অন্য কোন উপযোগী ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলে তার জন্য করের নিশ্চয়তা প্রদান করার প্রস্তাব বাজেটে রয়েছে।

চ) সভারেন ও পেনশন তহবিলের বিনিয়োগের তারিখ বৃদ্ধি : সভারেন ওয়েল ফান্ড এবং পেনশন ফান্ডের টাকা যাতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায়, সেজন্য এই দুটি তহবিলে বিনিয়োগের সময়সীমা আরও ৫ বছর বাড়িয়ে ৩১.০৩.২০৩০ করা হয়েছে।

এইসব প্রস্তাবের জেরে প্রত্যক্ষ কর খাতে সরকারের রাজস্ব প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা কমবে বলে অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন।

পুতিনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে চান ট্রাম্প?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তার প্রশাসন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' আলোচনা শুরু করেছে। সেই সাথে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শিগগিরই চলমান সংঘাত অবসানে 'উল্লেখযোগ্য' পদক্ষেপ নিতে পারেন।

ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা কথা বলব এবং সম্ভবত এমন কিছু করব, যা তাৎপর্যপূর্ণ হবে। আমরা এই যুদ্ধের অবসান চাই। আমি প্রেসিডেন্ট হলে এই যুদ্ধ শুরুই হতো না।'

তবে তার প্রশাসনের কোন কর্মকর্তারা রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, সে বিষয়ে কিছু জানাননি ট্রাম্প। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'উভয় পক্ষ ইতোমধ্যেই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।'

পুতিনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি এটা বলতে চাই না।'

ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট থাকলে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুই হতো না। যদিও তার প্রেসিডেন্ট থাকার সময়েই পূর্ব ইউক্রেনে কিয়েভের বাহিনী ও রুশপন্থি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়, যা ২০২২ সালে পুতিনের পূর্ণমাত্রার আক্রমণে রূপ নেয়।

ক্ষমতায় ফিরে ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ এড়াতে জেলেনস্কির উচিত ছিল পুতিনের সঙ্গে চুক্তি করা।

সিনেমার খবর

শ্রীদেবী ও বনি কাপুরকে নিয়ে যে সত্য সামনে আনেন জাহ্নবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কেমন ছিল শ্রীদেবী ও বনি কাপুরের সম্পর্ক? শ্রীদেবীর মৃত্যুর পর পরই তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় জল্পনা। খোদ শ্রীদেবীর কাকা নাকি প্রথম জানিয়েছিলেন, শ্রীদেবী এই বিয়েতে মোটেও সুখী ছিলেন না। কম বেশি সবাই তা নিয়ে কথাও বলতেন। পরে খবর ছড়িয়ে পড়ে বলিউডে।

বনি কাপুর নাকি একবার শ্রীদেবীর গয়নাও চেয়েছিলেন বিক্রি করার জন্য। কিন্তু তেমনটা বাস্তবে ঘটতে দেননি খোদ শ্রীদেবী। এই নিয়েও নাকি চলত কলহ। তবে, বাবা মা-কে নিয়ে এমন মন্তব্যে একবার জল ঢালতে দেখা যায় শ্রীদেবী কন্যাকে। জাহ্নবী কাপুর প্রথম থেকেই স্পষ্টই জানিয়ে দেন, যে তার মা ও বাবার মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান ছিল।

জাহ্নবী বলেন, আমি ছোট থেকে তা দেখেই বড় হয়েছি। আমাদের পরিবার প্রকৃতপক্ষে সুখী ছিল।

তবে কটাক্ষ সেকালেও কম ছিল না, বর্তমানেও কম নেই। যদিও তিনি নিজেই আবার দাবি করেন, তিনি কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী, এসব বিষয় কান দেন না। এখন আর এই বিষয়গুলো নিয়ে তিনি ভাবেন না। বর্তমানে ভাল কাজ করতে চান জাহ্নবী।

এই অভিনেত্রী জানান, তার সম্পর্কে যে ধরনের মন্তব্য ভাইরাল হতে দেখা যায়, সেই কথাগুলো কি আদৌ তিনি বলেছেন! তার বিষয় যা যা লেখা হয়, তা দেখে তিনি এক কথা অবাক। জানান, তাকে ঠকানো হচ্ছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতবাসীকে কী বার্তা দিলেন শাহরুখ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতবাসীকে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন শাহরুখ খান। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ছবি পোস্ট করেন তিনি। সেখানে দেখা যায়, ভারতের জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট জানাচ্ছেন তিনি।

সেই ছবি পোস্ট করে শাহরুখ লেখেন, আসুন আমরা এই দেশের জন্য এমন কিছু করার প্রতিজ্ঞা করি, যা আগামী প্রজন্মের কাছেও পৌঁছে দিতে পারি। আমরা যেন সংবিধানের মূল্যবোধকে বজায় রাখতে পারি এবং মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারি। সবাইকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা।

ছবিতে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট মাত্রাতে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করছেন তিনি। সাদা শার্ট, চোখে রোদচশমা এঁটে তেরঙা পতাকাকে স্যালুট জানাচ্ছেন শাহরুখ।

শুধু বাস্তবে নয়, শাহরুখের দেশপ্রেম পর্দাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। 'ডাঙ্কি', 'পাঠান', ও 'জওয়ান'-এ শাহরুখ অভিনীত চরিত্রটি দেশের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি দায়িত্বশীল থেকেছে।

শাহরুখ ছাড়াও বলিউডের আরও অনেকেই প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছেন অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি, কিয়ারা আডবাণী, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, আলিয়া ভাট, অনুষ্কা শর্মাসহ আরও অনেক তারকা।

যে কারণে চার দেশে নিষিদ্ধ অক্ষয়ের সিনেমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিতর্কের মুখে পড়েছে অক্ষয় কুমার অভিনীত সিনেমা 'স্কাই ফোর্স'। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে সিনেমাটি।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, 'স্কাই ফোর্স' সিনেমাতে পাকিস্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বকে গুরুতর আকারে আলোকপাত করা হয়েছে।

সেই দ্বন্দ্ব সিনেমার মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুক তা চাইছে না তা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। অতঃপর, সিনেমাটি দেখা সমীচীন মনে করছে না তারা। যার ফলে ভারতীয় এই সিনেমাটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

সৌদি আরব ছাড়াও আপাতত আরব আমিরাত, কাতার ও ওমানে ছবিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বলে জানা গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় ছবি নিষিদ্ধের খবর এবারই প্রথম নয়। এর আগে 'ফাইটার', 'গদর টু', 'আর্টিকল ৩৭০' থেকে শুরু করে 'টাইগার থ্রি'-এর মতো সিনেমাগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক জায়গায়।

পদ্মশ্রীতে সোনালি অক্ষরে নাম লেখালেন অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির মাঝেই গত মাসে আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। যা নিয়ে মৃদু বিতর্কও হয়েছিল ওই সময়। তবে তিনি যে দেশটির ক্রিকেটে অন্যতম কিংবদন্তি বনে গেছেন, সেটি বলার আর অপেক্ষা রাখে না। দেশের জার্সিতে অসামান্য অবদানের জন্য এবার অশ্বিনকে ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক 'পদ্মশ্রী' প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল (শনিবার) ২০২৫ সালের পদ্মা অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত তালিকা প্রকাশ করে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পুরো তালিকা প্রকাশ্যে এসেছে আজ (রোববার)। রাষ্ট্রীয় (পদ্মা) পদকের জন্য ঘোষিত তালিকায় আছেন ১৩৯ জন, এর মধ্যে ৭ জনকে পদ্মবিভূষণ, ১৯ জন পদ্মভূষণ এবং অশ্বিনসহ বাকি ১১৩ জনকে পদ্মশ্রী দেওয়া হবে। ক্রীড়াঙ্গনের মোট ৫ জন আছেন এই তালিকায়।

ভারতীয় সরকারের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক "পদ্মা অ্যাওয়ার্ড" দেওয়া হবে তিন ক্যাটাগরি– পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রীতে। বিভিন্ন পর্যায়ে (শিক্ষা, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, সমাজসেবা, শিল্পকলা ও সরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ) অবদানের জন্য দেওয়া হবে এই পদক।'

তামিলনাড়ু থেকে বেড়ে ওঠা ভারতীয় তারকা অশ্বিন দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট পেয়েছেন। অবসরের আগে ১০৬ টেস্টে তার উইকেট ৫৩৭টি। এক্ষেত্রে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে তার সামনে আছেন কেবল অনিল কুম্বলে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজের মাঝে দ্বিতীয় ম্যাচের পরেই হঠাৎ সংবাদ সম্মেলনে এসে অবসরের ঘোষণা দেন অশ্বিন। বেসামরিক পদকের জন্য মনোনীত হয়ে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই এবং সতীর্থদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

৩৮ বছর বয়সী এই তারকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার ছিল ১৪ বছরের। ভারতের হয়ে তিন সংস্করণে তিনি মোট ২৮৭ ম্যাচ খেলেছেন। অশ্বিন ছাড়াও পদ্মশ্রী পদক পাচ্ছেন ভারতের সাবেক ফুটবলার আইএম বিজয়ান ও প্রথম প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী আর্চার হারভিন্দর সিং। এ ছাড়া ভারত হকি দলের সাবেক অধিনায়ক পি আর শ্রীজিশকে তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে এর আগে পদ্মশ্রী পেয়েছেন সুনীল গাভাস্কার, কপিল দেব থেকে শুরু করে শচীন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলী, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, মহেন্দ্র সিং ধোনি, যুবরাজ সিং, জহির খান, গৌতম গম্ভীর ও বিরাট কোহলিরা। এ ছাড়া শচীন পরবর্তীতে পদ্মবিভূষণ এবং ধোনি পদ্মভূষণ পেয়েছেন।

সালাহের সেঞ্চুরি: লিভারপুলের শিরোপা দৌড়ে নতুন মাত্রা

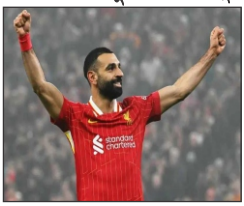

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের দাপট অব্যাহত রয়েছে। গতকাল ইপসউইচ টাউনকে ৪-১ গোলে হারিয়ে তারা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে অবস্থান করেছে। এই ম্যাচে মিশরীয় তারকা মোহাম্মদ সালাহ আরো একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। তিনি অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের হয়ে ১০০তম গোল করেছেন।

ম্যাচের ৩৫তম মিনিটে দারুণ এক শটে জালে বল জড়িয়ে দিয়ে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন সালাহ। ইপিএলের চলতি মৌসুমে তার এই ১৯তম এবং সব মিলিয়ে ২৩তম গোল। কোডি গাকপো জোড়া গোল করলেও সালাহের এই গোলই ম্যাচের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য ছিল।

আক্রমণাত্মক ফুটবল দিয়ে একাদশ মিনিটেই ম্যাচে লিড নেয় স্বাগতিক লিভারপুল। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া দারুণ এক শটে সোবোসলাই গোলটি করেন। পরবর্তীতে ৪৪ ও ৬৬ মিনিটে গাকপো দুটি গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করেন সিটির। ম্যাচের শেষদিকে ইপসউইচ এক গোল শোধ করে।

ইপিএলের টেবিলে শীর্ষে থাকা লিভারপুল তাদের দাপুটে অবস্থান আরও মজবুত করল। ২২ ম্যাচে আর্নে স্লটের দলটির পয়েন্ট ৫৩। একই রাতে (উলভসের বিপক্ষে) ১-০ গোলে জয় পাওয়া আর্সেনালের পয়েন্ট ৪৭। তার আছে টেবিলের দুইয়ে। তিনে থাকা নটিংহ্যাম ফরেস্ট তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে।

অস্ট্রেলিয়া ওপেনের শিরোপা ধরে রাখলেন সিনার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা জিতলেন ইয়ানিক সিনার। আলেক্সান্দার ফ্রেরেফকে সরাসরি সেটে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মুকুট ধরে রাখলেন ইতলিয়ান টেনিস তারকা। এর মাধ্যমে ইতালির প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের কীর্তি গড়লেন তিনি।

রবিবার কোর্টে নেমে তেমন একটা লড়াই করতে পারেননি স্ফেরেফ। পুরুষ এককের ফাইনালে ২ ঘন্টা ৪২ মিনিটে ৬-৩, ৭-৬ (৭-৪), ৬-৩ গেমে সেটে ম্যাচটি জিতে নেন ২৩ বছর বয়সী সিনার।

অষ্টম খেলোয়াড় হিসেবে প্রথম তিন বা এর চেয়ে বেশি ফাইনাল খেলে সব কটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন সিনার। এদিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে রজার ফেদেরার। গ্র্যান্ড স্ল্যামে নিজের প্রথম সাতটি ফাইনালেই জিতেছিলেন সাবেক সুইস তারকা।

এদিকে, রাফায়েল নাদালের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে নিজের জেতা প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা ধরে রাখার কীর্তি গড়েছেন সিনার। ২০০৫ সালের পর ২০০৬ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেনেও শিরোপা জিতেছিলেন নাদাল। মোলবোর্ন পার্কে টানা দুটি শিরোপা জেতা চতুর্থ খেলোয়াড় সিনার। এর আগে এই কীর্তি গড়েছিলেন আন্দ্রে আগাসি, ফেদেরার ও নোভাক জোকোভিচ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR